350

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 29 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৬

# শিক্ষকতায় মেধাবীদের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ড ছাড়া যেমন কোন প্রাণী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, তেমন শিক্ষা ছাড়াও একটি জাতি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। কেবল একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই পারে দেশকে একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাইতে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যা ও অব্যবস্থায় ভরা। তন্মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা অন্যতম। বিশেষত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সে কথা জোর দিয়া বলা যায়, সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০% প্রদান করিলেও শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ত্রুটিপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার না করিয়া শুধু অর্থ বিনিয়োগ করিলে সেখান হইতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাইবে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, শিক্ষকেরাই মানুষ গড়ার কারিগর। অথচ বিদ্যমান ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পাদিত হইতেছে নানা অব্যবস্থার মাধ্যমে। মেধার মূল্যায়ন প্রায় ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এখানে শিক্ষক হওয়ার প্রধান যোগ্যতা ডোনেশন বা আর্থিক সামর্থ্য, আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ ৯/৬-৩/৯১/৫৫৯ (৪৬৮)-শিক্ষা তাং ৪/৯/৯৫ইং-এ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চাঁদা বা ডোনেশন আদায়ের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগদান করিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হইবে। কিন্তু লেনদেনের বিষয়টি প্রমাণ করা কঠিন। কারণ কোন রসিদের মাধ্যমে এই ডোনেশন আদায় করা হয় না। ফলে মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের প্রতি তোয়াক্কা না করিয়া চাঁদা বা ডোনেশন আদায়ের মাধ্যমে দেদারসে নিয়োগ দেওয়া হইতেছে। অর্থই যদি শিক্ষক নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হয়, তবে সেই শিক্ষক দিয়া অন্য কিছু হইলেও শিক্ষাদান সম্ভব নয়। সম্ভব নয় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মত দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা। বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা) শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ও সময়ের চাহিদার অনুপযোগী। এই ব্যবস্থার আশু সংস্কার জরুরী। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান প্রক্রিয়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নত। সেখানে মেধাবী তরুণেরা যাহাতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাইতে পারে, সেই বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের যোগ্যতা কীরূপ হইবে, তাহা নির্ধারণ করেন সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। আর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরীক্ষা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি বৎসর রাজ্য শিক্ষা দপ্তর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়া প্রার্থী বাছাই করিয়া একটি প্যানেল নির্বাচন করে। কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দরকার হইলে সেই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করে এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দপ্তর প্যানেল হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগদান করিয়া থাকে। কেবল মেধা এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়, অন্য কিছু নয়। আমাদের দেশেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্বে শোনা গিয়াছিল যে, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন-এর অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি কর্মকমিশন গঠন করা হইবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাহার পর এ ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু এই কর্মকমিশন গঠন করা অতীব জরুরী। এই কর্মকশিমন প্রতিটি বিভাগীয় শহরের প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের একটি প্যানেল তৈরী করিবেন। সেখান হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া যাহাতে উন্নত ও স্বচ্ছ হয়, সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পিএসসি যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারেন। সময় পার হইয়া যাওয়ার আগেই এই বিষয় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তাহা না হইলে সমস্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে। আমাদের শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত এবং শিক্ষিত যুব সমাজকে পৃথিবীর আপামর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার যোগ্য করিতে হইলে নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার করিয়া শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী তরুণদের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

**মোঃ নাসির উদ্দিন,**
প্রভাষক, অর্থনীতি,
সাহেবাবাদ ডিগ্রী কলেজ,
কুমিল্লা-৩৫২০।